দৈনিক সংবাদ

তারিখ 27 DEC 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

263

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

রাষ্ট্রপতি সমীপে আকুল আবেদন

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপ-জেলার দাঁতভাংগায় বেগম মজিদা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গত ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারীকরণের জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সমীপে আবেদন পেশ করা হয়। উক্ত বেগম মজিদা প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠালগ্ন হইতে ৬ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতে থাকে। আমাদের অঞ্চলটি বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হেতু শিক্ষাদীক্ষায় অন্যান্য অঞ্চল হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া আছে। সেহেতু স্থানীয় জনগণের ঐকান্তিক ইচ্ছা বাস্তবায়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ও সর্বসম্মতিক্রমে আপনার শ্রদ্ধেয়া আম্মার নামে উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত করি। আপনার সাবেক উপদেষ্টা জনাব জাকির খান চৌধুরী, বন্দর ও জাহাজ চলাচল মন্ত্রী জনাব সাইফুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব শামসুজ্জোহা (রতন) সাহেবের একান্ত প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কুড়িগ্রাম মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমাণ্ডের ডিপুটি কমাণ্ডার নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন, বীর প্রতীক সাহেবদ্বয়ের সমন্বয় সুপারিশক্রমে এবং আপনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ৫ই মে, ১৯৮৭ তারিখে উক্ত বেগম মজিদা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বিশেষ বিদ্যালয় হিসাবে সরকারী করা হইয়াছে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনার সমীপে এই আবেদন পেশ করিতেছি যে, যাহারা প্রকৃত শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছেন তাহাদের দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার সাহেব চিরতরের জন্য নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছেন। প্রকৃত ৬ জন শিক্ষকের নামের তালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারীকরণের আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করা ছিল। যাহা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সত্যায়িত স্বাক্ষর করা আছে—যাহাতে আমি এলাকার কোন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত না থাকি এবং শ্রদ্ধেয় আম্মার স্মৃতি রক্ষা করতে না পারি, সেই একমাত্র কারণে কারচুপি চালাইয়া আসিতেছেন। জনাব উপজেলা সহকারী ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারীকরণের এক মাস পরে রাতারাতি একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করিয়া পুরাতন কমিটির আমি সভাপতি হিসাবে আমার নিয়োগকৃত কর্মরত শিক্ষকগণের নাম বাদ দিয়া অবৈধভাবে স্বার্থের বশীভূত হইয়া চারিজন শিক্ষকের নামে তালিকাভুক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকার জিলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করেন যাহা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং ভুয়া। এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় সমীপে কর্মরত ৬ জন শিক্ষককে সরকারী চাকুরীতে আত্তীকরণের জন্য আবেদন পেশ করিলে তিনি মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর-এর সহিত ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোনে আলাপ করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন যাহার মেমো নং ৪০১৮ তাং ২১-১০-৮৭। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, আজও তাহা কার্যকর হয় নাই। ফলে, শিক্ষকগণ দীর্ঘদিন যাবৎ অতিকষ্টের সহিত মানবেতর জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন।

আপনার মহানুভব সদয় বিবেচনার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের নিকট দাখিলকৃত উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের সময় ৬ জন শিক্ষকের নামের তালিকা যাহা মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর, ঢাকা ও জেলা প্রশাসক সাহেবের কাছে প্রেরণ করা আছে।

এখন রাষ্ট্রপতি সমীপে আমার আকুল আবেদন, যে সমস্ত শিক্ষকের নামের তালিকা দ্বারা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মাধ্যমে উক্ত বেগম মজিদা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারীকরণ হইয়াছে সেই সমস্ত শিক্ষকের নাম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা রহিয়াছে। ৬ জন শিক্ষককে সরকারী চাকুরীতে আত্তীকরণের নির্দেশ প্রদানের জন্য আমাকে এবং উল্লেখিত ৬ জন শিক্ষককে সাক্ষাৎদানে বাধিত করিলে প্রমাণসহ উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দু'-একজন স্বার্থলোভী ব্যক্তির চক্রান্ত আপনার কাছে খুলিয়া বলিতাম।

তাই এই অসহায় শিক্ষকগণের প্রতি সদয় হইয়া আমাকে এবং ৬ জন শিক্ষককে আপনার সাক্ষাৎদানের জন্য বাধিত করিলে চির

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিন

আজ দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী নির্দেশে বন্ধ আছে। কবে খুলবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এখন সীমাহীন অনিশ্চয়তায় হাবুডুবু খাচ্ছে।

আমাদের দেশে যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সরকারী নির্দেশে বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন প্রলম্বিত হচ্ছে সেশন, ছাত্রজীবন, অপরদিকে ধ্বংসের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ। মারাত্মক সেশনজট, সময়মতো পরীক্ষা না হওয়া, ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব, সর্বোপরি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অজুহাতে যখন তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হবার ফলে ৪ বছরের কোর্স ৮ বছরেও শেষ হচ্ছে না। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন—দেশের শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিন।

শওগাত আলী সাগর,
রায়পুরা, নরসিংদী।